



192041 - গর্ভবতী পশু দিয়ে কুরবানী করা ক'জায়যে?

---

প্রশ্ন

আমাদের জন্য গর্ভবতী পশু দিয়ে কুরবানী করা ক'হালাল? যদি সটো জায়যে হয় তাহলে গর্ভস্থতি পশুটিকে আমাদের ক'করা উচতি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কুরবানী: ইসলামের অন্যতম একটি নিদির্শন; যার বধিান আল্লাহর কতিাব, তাঁর রাসূলরে সুন্নাহ ও মুসলমানদের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। ইতপূর্ববে 36432 নং প্রশ্নোত্তরে তা আলোচতি হয়ছে।

কুরবানীর পশুর শর্তাবলীর বিবরণ জানতে 36755 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুই:

গর্ভবতী বাহমাতুল আনআম (উট, গরু ও বকরী) দিয়ে কুরবানী করা জায়যে হব কনি এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভদে করছেন। অধিকাংশ মাযহাবরে আলমেদের মতে, এমন পশু দিয়ে কুরবানী করা জায়যে। কুরবানীর পশুর যে ত্রুটগুলোর কারণে এর দ্বারা কুরবানী করা যায় না সেগুলোর মধ্যে তারা গর্ভধারণকে উল্লেখ করেননি। তবে শাফয়ে মাযহাবরে আলমেগণ ভিন্নমত পোষণ করছেন। তাদের মতে, গর্ভবতী পশু দিয়ে কুরবানী করা নষিধে।

‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া’ গ্রন্থে (১৬/২৮১):

“অধিকাংশ ফকিহবিদি আলমে গর্ভধারণকে কুরবানীর পশুর ত্রুটির মধ্যে উল্লেখ করেননি; তবে শাফয়ে মাযহাবরে আলমেগণ ব্যতীত। তারা পরস্কারভাবে জায়যে না হওয়ার কথা উল্লেখ করছেন। কনেনা গর্ভধারণের ফলে পটে নষ্ট হয়ে যায় এবং গোশত ভাল হয় না।”[সমাপ্ত]

শাফয়ে মাযহাবরে কতিাব ‘হাশিয়াতুল বুজাইরমি আলাল খত্বীব’-এ এসছে:



“গর্ভবতী পশু কুরবানীর পশু হিসেবে যথেষ্ট নয়। এটাই (মাযহাবরে) প্রতীতি অভিমিত। কেননা গর্ভধারণে ফলে গণেশত কম যায়। আর যাকাতের ক্ষেত্রে গর্ভবতী পশুকে পূর্ণ উপযুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয় যাহেতু যাকাতের ক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধির বিষয়টি উদ্দেশ্য; গণেশত ভাল হওয়া নয়।”[পরমার্জতিরূপে সমাপ্ত]

অগ্রগণ্য অভিমিত হলো: কুরবানীর পশু হিসেবে গর্ভবতী বাহিমাতুল আনআম (উট, গরু ও বকরী) উপযুক্ত; যদি তার ক্ষেত্রে অন্য কোন প্রতিনিধকতা না থাকে।

শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (রহঃ) বলেন:

“গর্ভবতী বকরী দিয়ে কুরবানী করা সঠিক; যমেনভাবে অ-গর্ভবতী বকরী দিয়েও সঠিক; যদি পশুটি কুরবানীর ক্ষেত্রে দোষণীয় দোষগুলো থেকে মুক্ত হয়।”[ফাতাওয়া ওয়া রাসায়লিসি শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (৬/১৪৬)]

তনি:

যদি গর্ভস্থতি পশুটি জীবতি অবস্থায় বরে হয় তাহলে সটোক জবাই করা হবে এবং খাওয়া যাবে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে (৯/৩২১) বলেন: “যদি স্থিতিশীল জীবন নিয়ে জীবতি অবস্থায় বরে হয় এবং জবাই করার সুযোগ পায়; কিন্তু জবাই না করে এক পর্যায়ে মারা যায়; তাহলে সে পশুটি জবাইকৃত হিসেবে গণ্য হবে না। ইমাম আহমাদ বলেন: যদি জীবতি অবস্থায় বরে হয় তাহলে অবশ্যই জবাই করতে হবে। কেননা সটে অন্য একটি প্রাণ।”[সমাপ্ত]

আর যদি মৃত অবস্থায় বরে হয় তাহলে জমহুর (অধিকাংশ) আলমেরে মতে, সটেও খাওয়া যাবে। কেননা মাকে জবাই করার মাধ্যমে সটোকও জবাই করা হয়েছে।

আবু সাঈদ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “মায়ের জবাই গর্ভস্থতি পশুর জবাই।”[সুনানে আবু দাউদ (২৮২৮), সুনানে তিরমিযী (১৪৭৬) এবং তিনি সহহি বলছেন, সুনানে ইবনে মাজাহ (৩১৯৯) ও মুসনাদে আহমাদ (১০৯৫০); আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৩৪৩১) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

যমেনটি পূর্ববর্তী আমরা উল্লেখ করছি এটি হানফী মাযহাব ছাড়া অধিকাংশ মাযহাবের আলমেদরে অভিমিত।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ গ্রন্থে (২৬/৩০৭) বলেন:

“গর্ভবতী পশু দিয়ে কুরবানী করা জায়েয। যদি কুরবানীর পশুর গর্ভস্থতি সন্তান মৃত অবস্থায় বরে হয় তাহলে ইমাম শাফয়ে, ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য আলমেদরে নকিট তার মায়ের জবাই করাটাই তার জবাই; চাই তার চুল গজিয়ে থাকুক; কথিবা না গজিয়ে থাকুক। আর যদি জীবতি অবস্থায় বরে হয় তাহলে জবাই করতে হবে।



ইমাম মালকের মাযহাব হচ্ছে: চুল গজালে হালাল; অন্যথায় নয়।

ইমাম আবু হানফির মতে, বরে হওয়ার পর জবাই করা ছাড়া সটো হালাল হবে না।”[সমাপ্ত]

এ মাসয়ালাটি ইতিপূর্ববে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কছু কছু আলমে চকিৎসাগত দকি বিবেচনা করে গর্ভস্থতি পশু খাওয়াক মাকরুহ বলছেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।